বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

উপজেলা পরিষদ

করিমগঞ্জ , কিশোরগঞ্জ

অর্থ বৎসর: ২০২৩-২০২৪

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

সূচীপত্র

ক্রঃ নং	বিবরণ
	মুখবন্ধ.....
	বাণী.....
১.	প্রথম অধ্যায় (উপজেলার পরিচিতি)
১.১	উপজেলার পটভূমি.....
১.২	উপজেলার নামের ইতিহাস.....
১.৩	উপজেলার মানচিত্র.....
১.৪	উপজেলার ভৌগলিক পরিচিতি.....
১.৫	উপজেলার ভাষা ও সংস্কৃতি.....
১.৬	উপজেলার খেলাধুলা ও বিনোদন.....
১.৭	উপজেলার নদ-নদী.....
১.৮	উপজেলার যোগাযোগ.....
১.৯	উপজেলার ব্যবসা-বাণিজ্য.....
১.১০	উপজেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য.....
১.১১	উপজেলার কৃতিব্যক্তিত্ব .....
২.	দ্বিতীয় অধ্যায় (আর্থ-সামাজিক তথ্য)
২.১	উপজেলা পরিষদের আর্থ-সামাজিক তথ্য.....
২.২	বিভিন্ন বিভাগের আর্থ-সামাজিক তথ্য
২.২.১	ইউনিয়ন.....
২.২.২	সমাজসেবা.....
২.২.৩	বিআরডিবি.....
২.২.৪	কৃষি.....
২.২.৫	উপজেলা শিক্ষা.....
২.২.৬	মৎস্য.....
২.২.৭	উপজেলা স্বাস্থ্য.....
২.২.৮	মহিলাবিষয়ক.....
২.২.৯	ভূমি ও রাজস্ব.....
২.২.১০	যোগাযোগ.....
২.২.১১	পরিবার পরিকল্পনা.....

প্রথম অধ্যায়
উপজেলার পরিচিতি

১.১ উপজেলার পটভূমি

কিশোরগঞ্জ জেলার একটি উপজেলা হচ্ছে করিমগঞ্জ। নামটির প্রথম অংশ করিম এবং দ্বিতীয়অংশ গঞ্জ এ দুটির সংযোগে হয়েছে করিমগঞ্জ। অর্থাৎ করিম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিতবাজার বা গঞ্জ। কে এই করিম? করিমগঞ্জ স্থানটি কোন করিমের অধীনে ছিল কি-নাতা যাচাই ও ইতিহাস পর্যালোচনায় ঈশা খাঁর সময়ে (১৫৩৭-১৫৯৯) বাংলার বারভূইয়ার মধ্যে করিমদাদ মুসাজাঁই নামে একজনের নাম জানা যায়। তবে তিনি অত্রএলাকায় বসতি স্থাপন করেছিলেন কি-না তা জানা যায়নি। করিমদাদ মুসাজাইছাড়া এ এলাকায় সম্পৃক্ত আর যে দুজন করিমের নাম পাওয়া যায়; তারা হলেনবৌলাই সাহেব বাড়ীর প্রতিষ্ঠাতা মোগল প্রতিনিধি আল শায়খ আব্দুল করিম ওঅন্য জনের নাম সি.এস. রেকর্ডে তালুক করিম খাঁ নামে উল্লেখ আছে। তিনিআনুমানিক ১৬২৫ সালে এ অঞ্চলে আগমন করেন। অন্য জন ঈশা খাঁর ১০ম অধঃস্তনকরিমদাদ খাঁ।

জমিদারীআমলে করিমগঞ্জ বাজারটি বৌলাই জমিদার বাড়ীর অধীনে ছিল। ফলে এটি বৌলাইবাড়ীর পূর্ব পুরুষ মীরে বহর আল শায়খ আব্দুল করিম এর নাম থেকে করিমগঞ্জনামকরণ হয়েছে বলে ধরে নেয়া যায়। ঈশা খাঁর বংশের করিমদাদ খাঁ উনিশ শতকেরপ্রথম দিকের লোক এবং করিমগঞ্জ তার জমিদারীর আওতাধীন ছিল না।

স্বাধীনচেতা জমিদারনেতা বীর ঈশা খাঁর বিদ্রোহ মোগম সম্রাটকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল।বিদ্রোহ দমনের জন্য মোগল নৌ সেনাপতি, বৌলাই সাহেব বাড়ীর প্রতিষ্ঠাতা মীরেবহর আল শায়খ আব্দুল করিম এঁর নামানুসারেই এ অঞ্চল করিমগঞ্জ নামে পরিচিতিলাভ করে।

১৯০৬খ্রিঃ সরকারী নোটিশের মাধ্যমে ভৈরব, অষ্টগ্রাম, নাগপুর, মীর্জাপুর, ঘাটাইল, সরিষাবাড়ী, বারহাট্টা, মাদারগঞ্জ, খালিয়াজুরী ও মুক্তাগাছাকেপুর্নাঙ্গ থানা করা হয়। ১৯০৯-১৯১০ সালে পাকুন্দিয়া, হোসেনপুর, করিমগঞ্জ ওতাড়াইল থানা স্থাপন করা হয়। তখন থেকেই করিমগঞ্জ নামটি ব্যাপকতা লাভ করে।

১.২ উপজেলার নামের ইতিহাস

কিশোরগঞ্জ জেলার একটি উপজেলা হচ্ছে করিমগঞ্জ। নামটির প্রথম অংশ করিম এবং দ্বিতীয়অংশ গঞ্জ এ দুটির সংযোগে হয়েছে করিমগঞ্জ। অর্থ্যাৎ করিম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিতবাজার বা গঞ্জ। কে এই করিম? করিমগঞ্জ স্থানটি কোন করিমের অধীনে ছিল কি-নাতা যাচাই ও ইতিহাস পর্যালোচনায় ঈশা খাঁর সময়ে (১৫৩৭-১৫৯৯) বাংলার বারভূইয়ার মধ্যে করিমদাদ মুসাজাঁই নামে একজনের নাম জানা যায়। তবে তিনি অত্রএলাকায় বসতি স্থাপন করেছিলেন কি-না তা জানা যায়নি। করিমদাদ মুসাজাইছাড়া এ এলাকায় সম্পৃক্ত আর যে দুজন করিমের নাম পাওয়া যায়; তারা হলেনবৌলাই সাহেব বাড়ীর প্রতিষ্ঠাতা মোগল প্রতিনিধি আল শায়খ আব্দুল করিম ওঅন্য জনের নাম সি.এস. রেকর্ডে তালুক করিম খাঁ নামে উল্লেখ আছে। তিনিঅনুমানিক ১৬২৫ সালে এ অঞ্চলে আগমন করেন। অন্য জন ঈশা খাঁর ১০ম অধঃস্তনকরিমদাদ খাঁ।

জমিদারীআমলে করিমগঞ্জ বাজারটি বৌলাই জমিদার বাড়ীর অধীনে ছিল। ফলে এটি বৌলাইবাড়ীর পূর্ব পুরুষ মীরে বহর আল শায়খ আব্দুল করিম এর নাম থেকে করিমগঞ্জনামকরণ হয়েছে বলে ধরে নেয়া যায়। ঈশা খাঁর বংশের করিমদাদ খাঁ উনিশ শতকেরপ্রথম দিকের লোক এবং করিমগঞ্জ তার জমিদারীর আওতাধীন ছিল না। স্বাধীনচেতা জমিদারনেতা বীর ঈশা খাঁর বিদ্রোহ মোগম সম্রাটকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল।বিদ্রোহ দমনের জন্য মোগল নৌ সেনাপতি, বৌলাই সাহেব বাড়ীর প্রতিষ্ঠাতা মীরেবহর আল শায়খ আব্দুল করিম এঁর নামানুসারেই এ অঞ্চল করিমগঞ্জ নামে পরিচিতিলাভ করে।

১.৪ ভৌগলিক পরিচিতি

করিমগঞ্জ উপজেলায় তেমন কোন প্রাকৃতিক সম্পদ নেই তবে হাওড়, নদী, খাল বিল ইত্যাদি অত্র উপজেলায় রয়েছে। তাছাড়া ঈশা খাঁ বাড়ী, গুজাদিয়া আখড়া, চামটা বন্দর এলো দর্শনীয় স্থান হিসেবে পরিচিত। জমিদারীআমলে করিমগঞ্জ বাজারটি বৌলাই জমিদার বাড়ীর অধীনে ছিল। ফলে এটি বৌলাইবাড়ীর পূর্ব পুরুষ মীরে বহর আল শায়খ আব্দুল করিম এর নাম থেকে করিমগঞ্জনামকরণ হয়েছে বলে ধরে নেয়া যায়। ঈশা খাঁর বংশের করিমদাদ খাঁ উনিশ শতকেরপ্রথম দিকের লোক এবং করিমগঞ্জ তার জমিদারীর আওতাধীন ছিল না।

স্বাধীনচেতা জমিদারনেতা বীর ঈশা খাঁর বিদ্রোহ মোগম সম্রাটকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল।বিদ্রোহ দমনের জন্য মোগল নৌ সেনাপতি, বৌলাই সাহেব বাড়ীর প্রতিষ্ঠাতা মীরেবহর আল শায়খ আব্দুল করিম এঁর নামানুসারেই এ অঞ্চল করিমগঞ্জ নামে পরিচিতিলাভ করে।

১৯০৬খ্রিঃ সরকারী নোটিশের মাধ্যমে ভৈরব, অষ্টগ্রাম, নাগপুর, মীর্জাপুর, ঘাটাইল, সরিষাবাড়ী, বারহাট্টা, মাদারগঞ্জ, খালিয়াজুরী ও মুক্তাগাছা'কেপূর্নাঙ্গ থানা করা হয়। ১৯০৯-১৯১০ সালে পাকুন্দিয়া, হোসেনপুর, করিমগঞ্জ ও তাড়াইল থানা স্থাপন করা হয়। তখন থেকেই করিমগঞ্জ নামটি ব্যাপকতা লাভ করে।

১.৫ ভাষা ও সংস্কৃতি

করিমগঞ্জ উপজেলার ভূ-প্রকৃতি ও ভৌগলিক অবস্থান এই উপজেলার মানুষের ভাষা ওসংস্কৃতি গঠনে ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে অবস্থিত এইউপজেলাকে ঘিরে রয়েছে ত্রিশাল, ভালুকা, নান্দাইল, হোসেনপুর, শ্রী পুর, উপজেলাসমূহ।এখানে ভাষার মূল বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশের অন্যান্য উপজেলারমতই, তবুও কিছুটা বৈচিত্র্য খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন কথ্য ভাষায় মহাপ্রাণধ্বনি অনেকাংশে অনুপস্থিত, অর্থাৎ ভাষা সহজীকরণের প্রবণতা রয়েছে। করিমগঞ্জ, বক্ষপুত্র , শিলা , সুতিয়া প্রভৃতি নদী সংলগ্ন উপজেলার আঞ্চলিক ভাষার সাথে সন্নিহিত ঢাকা অঞ্চলের ভাষার, নেত্রকোনাও গাজীপুর জেলার বিভিন্ন উপজেলার আঞ্চলিক ভাষায় করিমগঞ্জ এলাকার ভাষার অনেকটাই সাযুজ্য রয়েছে। বক্ষপুত্র , শিলা , সুতিয়া নদীর গতিপ্রকৃতি এবং গারো পাহাড়ের পাদদেশে হালুয়াঘাটের মানুষের আচার-আচরণ, খাদ্যাভ্যাস, ভাষা, সংস্কৃতিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়
আর্থ-সামাজিক তথ্য

২.১ উপজেলা পরিষদের আর্থ-সামাজিক তথ্য

এক নজরে করিমগঞ্জ

- আয়তনঃ ২০০.৫২ বর্গ কি:মি:
- জনসংখ্যাঃ ২,৫১,৮২০ জন
- জনসংখ্যার ঘনত্বঃ ১২৫৬ জন(প্রতি কি:মি:)
    - পুরুষঃ১,২৬,৩২০ জন
    - মহিলাঃ১,২৫,৫০০ জন
- নির্বাচনী এলাকাঃ কিশোরগঞ্জ-৩
- ইউনিয়নঃ ১১টি
- মৌজাঃ ৮৫টি
- পৌরসভাঃ ০১টি
- সরকারী হাসপাতালঃ ০১টি
- স্বাস্থ্যকেন্দ্র/ ক্লিনিকঃ ইউনিয়ন পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র- ০৭টি, কমিউনিটি ক্লিনিক- ৩৩টি
- পোস্ট অফিসঃ ১১টি
- নদ-নদীঃ ০৪টি
- হাট-বাজারঃ ৩৮টি
- ব্যাংকঃ কৃষি ব্যাংক- ০২টি, সোনালী ব্যাংক- ০২টি, অগ্রণী ব্যাংক- ০১টি
- গেস্ট হাউজঃ ০২টি
- মোট আবাদী জমির পরিমাণঃ ১৪,৮৭০ হেক্টর
- মোট ফসলী জমিঃ ৩১,৪১০ হেক্টর
- ভূমিহীন কৃষকঃ ১৩,৫৪৭টি
- প্রান্তিক কৃষকঃ ১২,৪৩৭টি
- ক্ষুদ্র কৃষকঃ ৬,৯৭৯টি
- মাঝারী কৃষকঃ ৫,৪৮১টি
- বড় কৃষকঃ ১,০০১টি
- কৃষি নির্ভরশীল লোক সংখ্যাঃ ৬৯.৩২%
- বর্গাচাষের উপর নির্ভরশীল কৃষকঃ ৪২.৩৮%
- অকৃষি শ্রমিকঃ ২.৭৮%
- ব্যবসায়ীঃ ১২.৯১%
- ব্যক্তিমালিকানাধীন পুকুরঃ ৩,৬০০টি
- খাস পুকুরঃ ০৮টি

৩.১ পরিস্থিতি বিশ্লেষন

খাত	সমস্যার বর্ণনা				বর্তমান/ভবিষ্যৎ কর্মকান্ড
	সমস্যা	স্থান	পরিমাণ	কারণ	
যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো (এলজিইডি)	উপযোগী রাস্তা-ঘাটের অভাবে চলাচলে জন-দুর্ভোগ	সমগ্র উপজেলা	৪৫০ টি সড়কের ১৪৬৪ কিমি	- পর্যাপ্ত পাকা রাস্তার অভাব - পর্যাপ্ত বরাদ্ধ নেই - রক্ষণাবেক্ষণের অভাব - সঠিকভাবে রাস্তা ব্যবহারে জনগণের অজ্ঞতা/ অসচেতনতা	-
জনস্বাস্থ্য (জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল অধিদপ্তর)	নিরাপদ খাবার পানির অভাবে জন-দুর্ভোগ		- ১৫০০০ টিউবেল - ৬ টি ডিপকল - ১০কিমি সরবরাহ লাইন	- চাহিদার তুলনায় টিউবেল কম - পর্যপ্ত বরাদ্ধ নেই - টিউবেল স্থাপন খরচ বেশী - টিউবেল ব্যবহার/সংস্কারে সচেতনতার অভাব	- ২৫০০ টিউবেল স্থাপন - ৩ টি ডিপকল স্থাপন - ৪ কিমি সরবরাহ লাইন স্থাপন
	স্বাস্থ্য-সম্মত ল্যাট্রিনের অভাবে রোগ-বালাই ছড়িয়ে পড়া		- ২৫০০০ ল্যাট্রিন	- চাহিদার তুলনায় ল্যাট্রিন সংখ্যা কম - অপ্রতুল বরাদ্ধ - ল্যাট্রিন সামগ্রীর উচ্চমূল্য - জনগণের ক্রয় ক্ষমতা কম	- ৫০০ ল্যাট্রিন
	ড্রেনেজ ব্যবস্থার অভাবে জলাবদ্ধতায় জন-দুর্ভোগ		- ৮ কিমি ড্রেন	- পর্যাপ্ত বরাদ্ধ নেই - পরিকল্পনার অভাব	- ২ কিমি ড্রেন

শিক্ষা (প্রাথমিক শিক্ষা অফিস)	স্কুলে উপস্থিতি কমে যাওয়া	সমগ্র উপজেলা	২৩৯টি প্রাথমিক স্কুল	- স্কুলগামী রাস্তা কাচা/ জাঙ্গাচোরা ও যানবাহনের অভাব - অনিরাপদ ক্লাসরুম - ক্লাসরুমের স্বল্পতা - সামাজিক অনিরাপত্তা/ আইন-শৃঙ্খলার অবনতি	- ২৩টি স্কুলগামী রাস্তা নির্মিত/চলমান - ৯৩টি স্কুলে বর্ধিত ভবন নির্মিত/চলমান - ৪৬টি স্কুলে সংস্কার /উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন/ চলমান
শিক্ষা (মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস)	মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে পাঠদানে উপযোগী শ্রেণীকক্ষ ও মাল্টিমিডিয়া সামগ্রীর অভাব	সমগ্র উপজেলা	১৫১টি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৯৫০ জন শিক্ষক	- বাজেট/সংশ্লিষ্ট উপকরণের স্বল্পতা - মাল্টিমিডিয়া উপযোগী শ্রেণীকক্ষের অভাব - নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুতের সমস্যা	- ৯৭ টি প্রতিষ্ঠানে উপকরণ সরবরাহ - আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষিত শিক্ষক শতভাগ
কৃষি (উপজেলা কৃষি অফিস)	- সেচ নালার অভাব - মাণসম্মত বীজের অভাব - উৎপাদন খরচ বেশী	সমগ্র উপজেলা	- ৮৫ কিমি নালা - ১০০০ মন বীজ	- অপ্রতুল তহবিল - সঠিক পদ্ধতিতে বীজ সংরক্ষণ না করা - কৃষি উপকরণ ও শ্রমের মূল্য বেশী	- ১৫ কিমি নালা - ৫০০ মন বীজ - কৃষি উপকরণের মূল্য কমানো
কৃষি (উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিস)	রোগ-বালাইয়ে পশু মারা যাওয়া	সমগ্র উপজেলা	- ২৬০০০ গরু পালনকারী কৃষক - ৫০০০ গরু মোটাতাজাকরণ কৃষক - ২৫০০০ ছাগল/ভেড়া - ৮০০০০০ হাঁস-মুরগী	- কৃষকদের পশু পালনে জ্যান/দক্ষতার অভাব - সময়মত পশু চিকিৎসায় অবহেলা - হাতের নাগালে ঔষধ না পাওয়া - ঔষধ এর স্বল্পতা	- ১০০০০ গরু পালনকারী কৃষক প্রশিক্ষণ পাবে - ২০০০ গরু মোটাতাজাকরণ কৃষক প্রশিক্ষণ পাবে - ২৫০০০ ছাগল/ভেড়া টিকা পাবে

					- ৮০০০০০ হাঁস-মুরগী টিকা পাবে
কৃষি (উপজেলা মৎস্য অফিস)	রোগ-বালাইয়ে মাছ মরে যাওয়া	সমগ্র উপজেলা	- ২৩০০ মৎস্য চাষী	- কৃষকদের মাছ চাষে জ্ঞান/দক্ষতার অভাব - সময়মত চিকিৎসা সামগ্রী না পাওয়া	- ১৭০০ মৎস্য চাষী প্রশিক্ষণের আওয়াতায় আসবে
	সময়মত মাছ বিক্রি করতে না পারায় আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া		- ১৬০ টন মাছ	- যানবাহনের অভাব - যোগাযোগ ব্যবস্থার দুরাবস্থা	- ১২০ টন মাছ সঠিক দামে বিক্রি হচ্ছে - ৪০ টন মাছ স্বল্প দামে বিক্রি হচ্ছে
মহিলা ও শিশু উন্নয়ন (উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিস)	পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব	সমগ্র উপজেলা	- ৮০০০ মহিলা	- বাজেট স্বল্পতা - উপযোগী প্রশিক্ষণ কক্ষ না পাওয়া - দক্ষ প্রশিক্ষক না থাকা	- ১০০০ মহিলা প্রশিক্ষণের আওয়াতায় আসবে
	অভিযোগ করতে/বিচার চাইতে অনীহা		- ২০০০ মহিলা	- বিচারকার্যে দীর্ঘ-সুত্রিতা - সমাজে লোক লজ্জার ভয় - সঠিক বিচার না পাওয়ার আশংকা	- ৮০০ মহিলা সেবার আওয়াতায় আসবে
স্বাস্থ্য (উপজেলা স্বাস্থ কমপ্লেক্স)	হাসপাতাল চত্তরের অপরিচ্ছন্নতা		উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ১৫ জন পরিচ্ছন্নতাকর্মীর প্রয়োজন। (৩,৫০,০০০ জন রোগী ও দর্শনার্থী কষ্ট করছে)	১। পরিচ্ছন্নতাকর্মীর স্বল্পতা ২। রোগী/এটেন্ডেন্টদের অসচেতনতা	৪ জন পরিচ্ছন্নতাকর্মী কাজ করছে
	হাসপাতালের আউটডোরে অপেক্ষমান রোগীদের		১টি আউটডোর (১,৮০,০০০ জন	১। ওয়েটিং রুম রোগী বান্ধব নয়	কোন কার্যক্রম নেই

	বসার স্থানে রোগী বান্ধব পরিবেশ না থাকা		রোগী ও দর্শনার্থী কষ্ট করছে)		
মানব সম্পদ উন্নয়ন (উপজেলা সমবায় আফিস)	অপ্রতুল প্রশিক্ষণ		- ৩৫৪ টি সমিতির ১০৬২৪ জন সদস্য - ৩৫৪ টিসমিতির ২১২৪ জন কমিটি মেম্বর	পর্যাপ্ত বরাদ্দ না থাকা	- ১০ জন (প্রতিবছর) মোট ৫০ জন আঞ্চলিক অফিসে প্রশিক্ষণ পাবে - ৪ ব্যাচে ১০০ জন (প্রতি বছর) মোট ৫০০ জন প্রশিক্ষণ পাবে
	সমিতির ঘরের অভাব		১৬ টি অফিস ঘর	অফিস ঘর নেই	কার্যক্রম নেই
সমাজকল্যাণ (উপজেলা সমাজসেবা অফিস)	শারিরিক প্রতিবন্ধিদের চলাচলে অসুবিধা		৫৭৬ জন শারিরীক প্রতিবন্ধী	- হুইল চেয়ারের অভাব - বরাদ্দ নেই	কার্যক্রম নেই

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

ফরম- ক

(বিধি- ৩ দ্রষ্টব্য)

বাজেট সার সংক্ষেপ

	বিবরণ	পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ২০২১-২০২২	চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট ২০২২-২০২৩	পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০২৩-২০২৪
অংশ-১	রাজস্ব হিসাব			
	প্রাপ্তি			
	রাজস্ব	১,২০,৪৭,৫০০/-	৮৯,৫০,৭৬৩/-	১,২০,৪৭,৫০০/-
	অনুদান(অন্যান্য প্রাপ্তি)-ভূমি হস্তান্তর কর	১,৪৭,৫০,০০০/-	১,৬০,৫০,০০০/-	১,৭০,৮০,০০০/-
	মোট প্রাপ্তি	২,৬৭,৯৭,৫০০/-	**২,৫০,০০,৭৬৩/-**	২,৯১,২৭,৫০০/-
	বাদ রাজস্ব ব্যয় (প্রকৃত)	২,৫০,০০.০০০/-	১,৮০,০৭,৬৪৪/-	১,৮০,০৭,০০০/-
	রাজস্ব উদ্বৃত্তি/ঘাটতি (ক)	৫০,৭৫,৫০০/-	৬৯,৯৩,১১৯/-	১,১১,২০,৫০০/-
অংশ-২	উন্নয়ন হিসাব			
	উন্নয়ন অনুদান (এডিপি)	১,২০,০০,০০০/-	১,২০,০০,০০০/-	৮৪,০০,০০০/-
	অন্যান্য অনুদান/চাঁদা/রাজস্ব উদ্বৃত্ত	১,০৫,০০,০০০/-	৯৭,০০,০০০/-	১,২৫,০০,০০০/-
	মোট (খ)	১,৯৫,০০,০০০/-	২,১৭,০০,০০০/-	২,০৯,০০,০০০/-
	মোট প্রাপ্ত সম্পদ (ক+খ)	৩,০০,০০,০০০/-	২,৮৬,৯৩,১১৯/-	৩,২০,২০,৫০০/-
	বাদ উন্নয়ন ব্যয়	১,১৭,০০,০০০/-	১,৫৭,৫০,০০০/-	১,৬০,৫০,০০০/-
	সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্তি/ঘাটতি	৫০,৭৫,৫০০/-	৮২,৪৩,১১৯/-	৭৮,৫০,৫০০/-
	যোগ প্রারম্ভিক জের (১ জুলাই)	৮৫,০০,০০০/-	১,০২,১৯,০৮১/-	১,১৯,১৪,৮৭৫/-
সমাপ্তি জের		৩৪,২৪,৫০০/-	১,৪৯,১৯,০৮১/-	১,৮৯,১৪,৮৭৫/-

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের
বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

উপজেলা নির্বাহী অফিসার, করিমগঞ্জ কতৃক করিমগঞ্জ উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

- উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন ও প্রশাসনিক কাজের তদারকিকরণ।
- আইন-শৃংখলারক্ষায় প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।
- সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম জোরদারকরণ।
- ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে পত্র যোগাযোগ।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ ,দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর সময় ত্রাণ কাজে সহায়তা প্রদান।
- সরকারী কার্যক্রর্মের সহায়ক শক্তি হিসাবে দায়িত্বপালন।
- বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সাথে সমন্বয়ের দায়িত্পালন।
- মন্ত্রণালয়ের সকল নীতিমালা মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন।
- ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে ভূমিকা পালন।
- ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে ভেজালখাদ্য ,মাদক ,মৎস্যসহ বিভিন্ন প্রকার খাদ্যে ফরমালিন প্রতিরোধে ভূমিকা পালন।

মোঃ নাসিরুল ইসলাম খান
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ।

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

২০২৩-২০২৪অর্থবছরের
বার্ষিকউন্নয়নপরিকল্পনা

উপজেলাপ্রকৌশলী, করিমগঞ্জ কর্তৃক করিমগঞ্জউপজেলারবার্ষিকউন্নয়নপরিকল্পনা

- উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদকে কারিগরী সহায়তা প্রদান।
- যোগাযোগের উন্নয়ন,পল্লী অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়ন প্রস্তাব প্রেরণ ও বাস্তবায়ন।
- গ্রোথ সেন্টার/হাটবাজার উন্নয়নে পরিকল্পন প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন।
- গৃহনির্মাণওবস্তুগতঅবকাঠামো, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্যএবং ক্রীড়াউন্নয়ন।স্কুল ভবনমেরামত ও আসবাবপত্র সরবরাহ,ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পৃথক স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন তৈরী করা।
- উপজেলাপরিষদেরবাসাবাড়ী,অফিসওরাস্তামেরামতএবংড্রেননির্মানকরন।
- স্কুলভবননির্মান,ইউনিয়নপরিষদভবননির্মানকরন।
- বৃক্ষরোপনেরমাধ্যমেপরিবেশউন্নয়নওমহিলাশ্রমিকনিয়োগেরমাধ্যমে দারিদ্রদূরীকরণ।

মোঃ নাসিরুল ইসলাম খান
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ।

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের
বার্ষিকউন্নয়নপরিকল্পনা

উপজেলাপ্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) কর্তৃক করিমগঞ্জ উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

- অতিদারিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রণালয়ের বরাদ্দের মাধ্যমে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন।
- গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার(কাবিখা) এবং গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ(টিআর) কর্মসূচীর মাধ্যমে শিক্ষা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও রাস্তার উন্নয়ন।
- সৌরবিদ্যুৎ প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে দরিদ্র জনসাধারনের ,বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের এবং গুরুত্বপূর্ন রাস্তায় অভাব পূরণ করন।
- ভিজিএফ কর্মসূচীর মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্টীর খাদ্যশস্য নিশ্চিতকরণ।

মোঃ নাসিরুল ইসলাম খান
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ।

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের
বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কর্তৃক করিমগঞ্জ উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

- কৃষকদের মাঝে সারের অভাব যেন না হয় তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সার ও বীজ ডিলারদেরসরকার নির্ধারিত মূল্যেসারবিক্রয়েরপ্রয়োজনীয়ব্যবস্থাগ্রহণ।
- কৃষকপর্যায়েউন্নত ধান,গম ও ডালএরউন্নয়তমানেরবীজবিতরণকরন।
- এনএটিপি প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদেরসেবাপ্রদান।
- পুষ্টির চাহিদাপূরণেরলক্ষ্যেবসতবাড়িতেফলবাগানস্থাপনকর্মসূচীবাস্তবায়ন
- চাষিদেরকে ফসল ফলনের সার্বিক সেবা প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

মোঃ নাসিরুল ইসলাম খান
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ।

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের
বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা কর্তৃক করিমগঞ্জ উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

- উপজেলার প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী মিডিয়া ক্লাসরুম তৈরীকরন।
- ওয়েভ সাইড তৈরী ও কার্যকরকরন।
- উপজেলা পরিষদেও বরাদ্দের আওতায় শিক্ষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি মূলক প্রশিক্ষণপ্রদানেরমাধ্যমেদক্ষতাবৃদ্ধিকরন।।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেনিরবচ্ছিন্নবিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে সোলার প্যানেলস্থাপনকরন।
- শিক্ষক অভিবাভক সমাবেশ ও মাশিক্ষাসমাবেশ সচেতনতা বৃদ্ধিও লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কার্যক্রমগ্রহণএবংসফল বাস্তবায়ন।

মোঃ নাসিরুল ইসলাম খান
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ।

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের
বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা কর্তৃক করিমগঞ্জ উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

- উপজেলপ্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শারিরীক ও মানসিক বিকাশ সাধন।
- উপজেলাপরিষদেরবরারি মাধ্যমে প্রথমকি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদেরকেসক্ষমতা বৃদ্ধি মূলকপ্রশিক্ষণপ্রদানেরনিমিত্তেদক্ষকরেগড়েতোলাওপ্রাথমিকশিক্ষারমানউন্নয়নকরন।
- উপজেলাপরিষদেরবরারি আওতায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদেরকেসক্ষমতাবৃদ্ধি মূলক প্রশিক্ষণপ্রদানেরমাধ্যমেদক্ষতাবৃদ্ধিকরন।।
- অবকাঠামোগতউন্নয়ন,আসবাবপত্রমেরামত,নিরাপদপানিসরবরাহনিশ্চিতকরন।
- বৃক্ষরোপনকরে পরিবেশেরভারসাম্যরাক্ষাকরা।
- মেধাবীশিক্ষার্থীদেরপুরস্কারপ্রদানেরমাধ্যেশিক্ষার্থীদেরউৎসাহপ্রদান।
- টিফিন বাক্স বিতরণ,বাড়ীথেকেখাবারআনানিশ্চিতকরন।

মোঃ নাসিরুল ইসলাম খান
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ।

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের
বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা কর্তৃক করিমগঞ্জ উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

- অন্তঃবিভাগএবংবহিঃ বিভাগের ডাক্তারের উপস্থিতিসহ সকলকার্যক্রম সফল বাস্তবায়নেরপ্রয়োজনীয়ব্যবস্থাগ্রহণ।
- কমিউনিটি ক্লিনিকের সকল কার্যক্রম সফল বাস্তবায়নকরন।
- উপজেলা পরিষদের বরাদ্দের আওতায় স্থানীয় জনসাধারনকে স্বাস্থ্যসর্ম্পকে সচেতনতাবৃদ্ধির মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধিকরন।
- উপজেলাস্বাস্থ্যকমপ্লেক্সসহ বাসাবাড়ী মেরামত, /জেনারেটর/সোলারক্রয় ও জ্বালানীর প্রয়োজনীয়ব্যস্থাগ্রহণ।
- ইপিআইকার্যাক্রমঅব্যাহতরাখা।

মোঃ নাসিরুল ইসলাম খান
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ।

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের
বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

উপজেলাপরিবার পরিকল্পনাকর্মকর্তা কর্তৃক করিমগঞ্জ উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

- ইমপ্লানন,আইইউডি, গর্ভবতী পরিচর্যা, ডেলিভারী সফল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করন।
- প্রসব পূর্ববর্তী সেবা এবং প্রসব পরবর্তী সেবা নিশ্চিত করন।
- উপজেলা পরিষদের বরাদ্দের আওতায়স্থানীয়জনসাধারনকেঅত্র বিভিন্ন বিভাগের বিষয়সর্ম্পকে সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণপ্রদানের মাধ্যমে সচেতন করা।
- প্রতিটিইউনিয়নস্বাস্থ্যকেন্দ্রমেরামতকরারপ্রয়োজনীয়ব্যবস্থাগ্রহণ।
- সকলপ্রকারটীকাপ্রদানকার্যক্রমনিশ্চিতকরন।
- বিভিন্নজননিয়ন্ত্রনপদ্ধতিসর্ম্পকেজনসাধারণকেপরামর্শএবংসেবাপ্রদাননিশ্চিতকরন।
- রাজস্বওউন্নয়ন অর্থের আওতায় পুরুষ ওমহিলাবন্ধ্যাকরণ।

মোঃ নাসিরুল ইসলাম খান
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ।

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের
বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

উপজেলাযুব উন্নয়ন কর্মকর্তা কর্তৃক করিমগঞ্জ উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

- যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং উপজেলা পরিষদের বরাদ্দের আওতায় প্রশিক্ষণপ্রদান কার্যাক্রম গ্রহন করণ।
- আবাসন/আশ্রয়নপ্রকল্পে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ভ্রাম্যমানকম্পিউটারভ্যানেযুবকওযুবমহিলাদেরকম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদানকরা।
- যুবঋণবিতরনএবংখেলাপীঋণআদায়েরকার্যক্রমঅব্যাহতরাখা।
- বিভিন্নযুবঋকল্পেরমাধ্যমেপ্রকল্পবাস্তবায়নকার্যক্রমগ্রহণ।
- বৃক্ষরোপন,যৌতুকবিরোধীসমাজিকআন্দোলনওমাদকবিরোধীআনোন্দালনগড়েতোলা।

মোঃ নাসিরুল ইসলাম খান
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ।

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের
বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা কর্তৃক করিমগঞ্জ উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

- আয়বর্ধক প্রশিক্ষণকার্যক্রমগ্রহনকরা।
- মাতৃত্বকালীন ভাতা,ল্যাকটেটিংমাদার ভাতা,ভিজিডি ভাতা কার্যক্রম সফল বাস্তবায়নকরন।
- বাল্যবিবাহ প্রতিরোধকরনেরজন্যসমাজিকআন্দোলনঅব্যাহতরাখা।

মোঃ নাসিরুল ইসলাম খান
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ।

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের
বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

উপজেলা মৎস্য কর্মকতা কর্তৃক করিমগঞ্জ উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

- ❖ কার্পমিশুচাষ,মনোসেক্স তেলাপিয়া,পাঙ্গাশ মাছের আধানিবিড়,নিবিড় চাষের প্রদর্শনী মৎস্য খামার স্থাপন।
- ❖ দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের নিমিত্তে প্রাকৃতিক জলাশয় উন্নয়ন ও অভয়াশ্রম স্থাপন।
- ❖ মৎস্যজীবি,মৎস্যচাষী ও উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

মোঃ নাসিরুল ইসলাম খান
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ।

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের
বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

উপজেলাপ্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা কর্তৃক করিমগঞ্জ উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

- উন্নত জাতের ঘাস চাষ সম্প্রসারণ ও ঘাস সংরক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ।।
- গবাদিপ্রাণির চিকিৎসা ,হাঁসমুরগির চিকিৎসা ,চিকিৎসা ,হাস মুরগির টিকাদান কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করন।
- স্প্রে কার্যক্রম হাঁস-মুরগিরএভিয়ানইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিরোধসহঅন্যান্যরোগপ্রতিরোধওপরিবেশ দূষণ রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
- উপজেলা পরিষদের বরাদ্দের আওতায় স্থানীয় জনসাধারনকে সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সচেতন করা।
- কৃমিমুক্তকরণ গবাদিপ্রাণির ,দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধিকরন।

মোঃ নাসিরুল ইসলাম খান
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ।

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের
বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

উপজেলা উন্নয়ন কর্মকর্তা কর্তৃক করিমগঞ্জ উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

- সমবায়িদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ।
- সুফল ভোগী সদস্যদের আয়বর্দনমূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিতকরন।
- দরিদ্র জনগোষ্ঠির স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমার মাধ্যমে পুজিগঠন।
- নারীক্ষমতায়নওনেতৃত্ববিকাশেসহায়তাকরণ।
- প্রাথমিককৃষকসমবায়সমিতিরসেচকার্যক্রমসম্পুসারণ।

মোঃ নাসিরুল ইসলাম খান
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ।

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের
বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

উপজেলা বন কর্মকর্তা কর্তৃক করিমগঞ্জ উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

- অত্র উপজেলায় চারা উত্তোলন কার্যক্রম গতিশীলকরণ।
- উপজেলায় চারা রোপন কার্যক্রম গতিশীলকরণ।
- করিমগঞ্জ উপজেলায় চারা বিতরণ কার্যক্রমের প্রয়োজনীয় ব্যবস্তা গ্রহণ করন।
- উপজেলায় চারা রোপন কার্যক্রম গতিশীলকরন।
- করিমগঞ্জ উপজেলায় চারা বিতরণ কার্যক্রমের প্রয়োজনীয় ব্যবস্তা গ্রহণ করন।

মোঃ নাসিরুল ইসলাম খান
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ।

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের
বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

উপজেলাসমবায় কর্মকর্তা কর্তৃক করিমগঞ্জ উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

- করিমগঞ্জ উপজেলায় আশ্রয়ন প্রকল্প উন্নয়ন এবং নীতিমালা মোতাবেক সকল বিভাগীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করন।
- প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সমবায়ী নেতৃত্বের দক্ষতা বৃদ্ধি ও স্বনির্ভর সমিতি গড়ে তোলাপ্রত্যেক ইউনিয়ন ও পৌরএলাকায়
- সমবায় সমিতির সাথে সাধারন জনগণকে সম্পৃক্তকরন কার্যক্রম বাস্তবায়ন।
- নারীদের সমবায় সমিতিতে নেতৃত্ব প্রদানের সক্ষমতা বৃদ্ধি।
- সমিতির কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিরপ্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ।

মোঃ নাসিরুল ইসলাম খান
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ।

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের
বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক করিমগঞ্জ উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

- প্রাথমিক,মাধ্যমিক বিদ্যালয়,মাদুসায় এবং বিভিন্নশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গভীর নলকূপ স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়ন করন।
- বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হাইজিন সচেতনতা প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন।
- করিমগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন আর্সেনিক পরীক্ষা করণ।
- দরিদ্রজনগোষ্ঠিরমাঝেসরকারিবরাদ্দকৃত নলকূপ বিতরণ ওবাস্তবায়ন।

মোঃ নাসিরুল ইসলাম খান
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ।

৮.১ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশলের উদ্দেশ্য

উপজেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা সমূহ পূর্ণাঙ্গ করার জন্য তাদের একটি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল থাকবে, যার মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ নিয়মিত ও পদ্ধতিগতভাবে প্রকল্প/ স্কিমের বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং নির্ধারিত উদ্দেশ্য (objectives) ও কর্মদক্ষতার সূচকের (performance indicators) ভিত্তিতে তাদের কর্মসম্পাদন দক্ষতা নিরূপন করতে সক্ষম হবে। অতএব উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ থাকা প্রয়োজন, যা বৃহত্তর পরিসরে সরকারের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতিতে ভূমিকা রাখবে। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল উপজেলা পরিষদ ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগিদের নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ জানতে সাহায্য করে:

(১) পরিকল্পনা অনুসারে পরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে কিনা

(২) সম্পদ সমূহ (তহবিল, উপকরণ বা মানব সম্পদ) ইত্যাদি যে কাজের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল সেই কাজের জন্য সঞ্চালন করা হয়েছে কিনা

(৩) সম্পদ সমূহ (তহবিল, উপকরণ বা মানব সম্পদ) ইত্যাদি যে কাজের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল সেই কাজের বাইরে অন্য কাজের জন্য সঞ্চালন করা হচ্ছে কিনা

(৪) বাস্তবায়িত কাজের ফলাফল (outputs) পরিকল্পনা অনুসারে হয়েছে

(৫) নির্ধারিত উদ্দেশ্য অনুসাওে কাজের ফলাফল অর্জিত হয়েছে কিনা এবং নির্ধারিত উদ্দেশ্য সমূহ এখনো প্রাসঙ্গিক আছে কিনা

(৬) পরিকল্পনা তার লক্ষ্য অর্জন করেছে কিনা, যেমন: উপজেলার অভিষ্ট জনগোষ্টির জীবনযাপনে প্রত্যাশিত পরিবর্তন এনেছে।

বিভিন্ন পর্যায়ে অন্যান্য পরিচালন ও প্রশাসনিক উদ্দেশ্য সম্পাদন এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও উন্নয়ন সহযোগিদের জন্যেও পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল প্রয়োজন।

পাশাপাশি বার্ষিক পরিকল্পনারও একটি পরিবীক্ষণ পদ্ধতি থাকবে যা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নকে সহযোগিতা করবে। সেই কারণে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্টের আলোকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৮.২ বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশলের মানদন্ড ও নীতি

বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশলনিম্নলিখিত মানদন্ড ও নীতির ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে:

এই মানদন্ড ও নীতি পরস্পর সম্পর্কিত এবং উপজেলার উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ভূমিকা রাখে।

৮.৩ বার্ষিক পরিকল্পনা পরিবীক্ষণের ফরম্যাট

বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল অনুসারে উপজেলা পরিষদ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের জন্য (সারণী ১) এবং বার্ষিক সমন্বিত প্রতিবেদনের জন্য (সারণী ২) নিম্নের সুপারিশকৃত পরিবীক্ষণ ফরম্যাট ব্যবহার করবে।

৮.৪ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো:

বার্ষিক পরিকল্পনা মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত সূচকের ভিত্তিতে এবং যে পরিকল্পনা অনুসারে বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে তার প্রেক্ষিতে পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা ও প্রত্যাশিত ফলাফলের অগ্রগতি ও অর্জন নির্ধারণের জন্য নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষন করবে। উপজেলা পরিষদ সাধারণভাবে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে এটা সম্পাদন করবে। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালন, সম্পদ ব্যবহার ও এর ফলাফল পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করবেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি কমিটি উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ও অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেতও সভায় ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা করতে উপজেলা পরিষদকে সহযোগিতা করবে।

উপজেলা পরিষদ এর সভায় অর্থ বছরের শেষে উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে প্রকল্প/ স্কিম বাস্তবায়িত হয়েছে কি না বা শুরুতে নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কতোটা অর্জিত হয়েছে তা নির্ধারণের জন্য এবং যে উদ্দেশ্যে সম্পদ বরাদ্দ করা হয়েছিল সেই অনুসারে ব্যবহৃত হয়েছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য সমন্বিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করবে। পূর্বের মতোই উপজেলা কমিটির সহযোগিতায় প্রস্তুত তথ্য ও উপকরণের ভিত্তিতে ইউএনও অর্থ বছরের শেষে প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে এবং চুড়ান্ত মূল্যায়নের জন্য উপজেলা পরিষদের সভায় পেশ করবে।

প্রতিবেদন ও যোগাযোগ কৌশল:

বার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্প/ স্কিমের অগ্রগতি সম্পর্কে উপজেলা পরিষদ ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক সমন্বিত প্রতিবেদন জেলায় ও এলজিডিতে প্রেরণ করবে। উপজেলা পরিষদ একইভাবে উপজেলা পরিষদের তথ্য প্রকাশের দায়িত্ব হিসেবে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক সমন্বিত প্রতিবেদন ইউনিয়ন পরিষদসমূহ ও পৌরসভায় প্রেরণ করবে।